মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ভবেৎ

পঞ্চম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | জানুয়ারী, ২০০২

মানবাধিকার দিবসের বিশ্বজনীন ঘোষণার ৫৩ তম বর্ষপূর্তি

নন্দন প্রেক্ষাগৃহে প: ব: মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বামদিক হইতে শ্রী এন. কে. জ্যুত্‌ষী, প: ব: মানবাধিকার কমিশনের সচিব, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ. এম. আহমেদী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, প: ব: মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী এবং সদস্য অধ্যাপক (ড:) অমিত সেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২০০১ বিকেল ৪ ঘটিকায় নন্দন প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন সাড়ম্বরে মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে। এই সভায় সমবেত হয়েছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কমিশনের মাননীয় সদস্য অধ্যাপক (ড:) অমিত সেন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় এ. এম. আহমেদী তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সমগ্র বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য আধিকারিকগণ, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে সভায় আলোচনা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

অধ্যাপক (ড:) অমিত সেন তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাকে রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে এই বিশ্বজনীন ঘোষণাই হল সভ্য মানুষের একমাত্র আইন সম্মত হাতিয়ার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই, তাদের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বলেন জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশগুলির অধিকাংশই রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী এ, এম, আহমেদী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার দিনটি উদযাপনের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। আইনের শাসন, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করেছে।

কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী মুকুলগোপাল মুখার্জী প্রাঞ্জল ভাষায় কমিশনের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি রাজ্য সরকারকে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সারা বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকারের অস্তিত্ব রক্ষার যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা মানবাধিকারকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সচিব ও মুখ্যকার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী নরেশ কুমার জ্যুত্‌ষী, আই. এ. এস.।

মহিলা ও শিশু পাচার বিষয়ক আলোচনাচক্র

গত ২৮. ১১. ২০০১ বুধবার ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফর উইমেন (ইউনিফেম) এর সহায়তায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে কলকাতায় "মহিলা ও শিশু পাচার" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিষদীয় ও আবগারি মন্ত্রী শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য মাননীয় সদস্য এবং আধিকারিকগণ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, ইউনিফেমের বরিষ্ঠ জাতীয় কর্মসূচী আধিকারিক শ্রী এস, কে, গুহ, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন ড: যশোধরা বাগচী, রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা অধ্যাপিকা মালনী ভট্টাচার্য্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন ডি জি শ্রী শঙ্কর সেন, ডি সি (ডি ডি-১) শ্রী সোমেন মিত্র এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংলাপ ও সোসিও লিগাল এইড এন্ড রিসার্চ সেন্টার সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কমিশন সদস্য ড: অমিত সেন।

মহিলা ও শিশু পাচারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, দেশের সরকার এবং চিন্তাশীল নাগরিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। শিশুদের আরো বেশী করে যৌনপেশায় নিয়োগ, মহিলা ও শিশু যৌন কর্মীদের এইডস/এইচ আই ভি বাহক হবার ভীতিজনক ঘটনা, শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে বেড়ে ওঠা সচেতনতা, যৌন ব্যবসায় নির্যাতনের শিকার মহিলাদের নিজেদেরকে সংগঠিত করার প্রয়াস এবং এই জঘন্য ব্যবসার কুফলগুলি সম্বন্ধে বেড়ে ওঠা সচেতনতা বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

মহিলা ও শিশু পাচার বলতে বোঝায় বেআইনীভাবে ও চোরাপথে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, উন্নয়নশীল দেশগুলির সীমানা এপার ওপার করা অপরাধচক্র, চোরাচালানদার ও মানুষের ব্যবসাদারদের লাভের জন্য মহিলা ও শিশুদের যৌনপেশায় ও অর্থনৈতিক অত্যাচার ও শোষনের পরিস্থিতিতে জোর করে ঠেলে দেওয়া

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)